R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), 267228 (Resi.) / STD 03483 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।

ইউনাইটেড ব্রীক্স

ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
১০ম সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা শ্রাবণ, ১৪১৮।
২০শে জুলাই ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ বাস টার্মিনাসের দুর্দশা পুরসভাকে লজ্জা দেবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ বাস টার্মিনাস চালু হবার পর দীর্ঘ বছরের মাঝখানে ক'বার এখানে সংস্কারের কাজ হয়েছে সে কথা বলতে পারেনি বর্তমান বোর্ড। এখানকার টিকিট কাউন্টারের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের বক্তব্য, বাস টার্মিনাস উদ্বোধনের পর আর এখানে কোন সংস্কারের কাজ না হওয়ার কারণেই আজ এতটা খারাপ অবস্থা। তারা জানান – প্রতিদিন বিভিন্ন রুটের ১৫০ টি বাস এখানে ঢোকে। বাস পিছু ৭.০০ টাকা রসিদ দিয়ে পুরসভার পক্ষে বাস মালিক সমিতি আদায় করে। মাসে গড়ে ২৪,০০০ টাকা। অথচ কোন রকম দেখভাল হয় না। ভেপার ল্যাম্পগুলো জ্বলে না। পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নাই। পুরো চত্বর খানাখন্দে ভর্তি। জল নিকাশী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বানচাল। বৃষ্টি হলেই জল দাঁড়িয়ে যায়। মাসে দু'তিন দিনের বেশী ঝাড়ু পড়ে না। নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে টার্মিনাসের ভিতরে দোকানদারদের ব্যবসা চালাতে হিমসিম খেতে হচ্ছে। এলাকার পায়খানা ও প্রস্রাবাগারের জন্য বাৎসরিক ডাক হয়। সেখানে কোন রকমে গ্রাহকদের জন্য আলো ও জলের ব্যবস্থা রেখেছেন ডাককারীরা। এ প্রসঙ্গে পুরসভার চেয়ারম্যান মোজাহারুল ইসলাম বলেন – রঘুনাথগঞ্জ বাস টার্মিনাসের দুরবস্থা আমি একজন বাসযাত্রী হয়ে দেখেছি। সামনের বর্ষার পড়েই আমি ভাইস চেয়ারম্যান ও ওভারসিয়ারকে নিয়ে দেখে এসে একটা ব্যবস্থা করব। ওখানে পানীয় জলের ও আলোর ব্যবস্থা অবশ্যই হবে।(শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুরের দিকে বিশেষ নজর আছে মমতার–সুব্রত সাহা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে গত ১৮ জুলাই জঙ্গিপুর লিগ্যাল সেল (টি.এম.সি.) আয়োজিত এক সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানে অনেক স্বস্তির কথা শোনালেন পূর্ত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সুব্রত সাহা। কিছুদিন আগে ফুড প্রসেসিং এর দায়িত্বও পেয়েছেন সুব্রত। এতদিন প্রণব বাবু কেবল ব্যাঙ্ক উদ্বোধনে আর ফুটবলের সঙ্গে টিফিন প্যাকেটে মাতিয়ে রেখে উন্নয়নের কাজ তেমন করেননি বলে জনগণের অভিযোগ। সুব্রতবাবু প্রথমে এসেই মন জয় করে গেলেন জঙ্গীপুরবাসীর। দীর্ঘ ভাষণে আবেগাপ্লুত না হয়ে কাজের কথাই বলে গেলেন। হাজারো হাততালির মধ্যে তিনি জানালেন মিয়াপুর রেলব্রীজের রাস্তা অবিলম্বে শুরু করা হবে, রঘুনাথগঞ্জ – সাগরদীঘির রাস্তার সংস্কারও হবে। জঙ্গিপুর কোর্টের ঘর বাড়ীর উন্নয়ন হবে। জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন থেকে শিগ্রী ডি.এম.ভি. কোচের ট্রেণ চালু হবে। সাগরদীঘি ব্লক এলাকায় মোট ৫৫০টি টিউবওয়েলের মধ্যে ৫৩৮টিই অকেজো। বহুদিন সেগুলো অকেজো থাকায় আর চালু হওয়া সম্ভব না। পানীয় জল নিয়ে সারা মহকুমায় মাষ্টার প্ল্যান করতে বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে দাবী জানিয়েছেন বলেও সুব্রত জানান। রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা রাস্তা নিয়েও কথা বলেন। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এর পক্ষ থেকে চিত্ত মুখার্জী ফুলতলা ব্রীজে আণ্ডার পাসের কথা ও বিদ্যুৎ দপ্তরের হাত থেকে ম্যাকেঞ্জি হল উদ্ধার করে সেখানে টাউন হল করার ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করলে সুব্রতবাবু কিভাবে করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনার আশ্বাস দেন। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সুব্রত সাহাকে (শেষ পাতায়)

লুটেপুটে খাওয়ার রাজনীতিতে ধ্বংসের মুখে একটি জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের নাইত-বৈদড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি একটি লাভজনক সংস্থা রাজনীতির মাৎস্যন্যায়ে আজ ধুঁকতে বসেছে। কিছুদিন আগেও এলাকার চাষীরা সঠিক দামে ওখান থেকে যাবতীয় সার খরিদ করে চাষের কাজ চালিয়েছেন। চাহিদা (শেষ পাতায়)

ড্রাগ আসক্ত শুভদীপ আবার পুলিশ হেফাজতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি এলাকার সিপিএম নেতা জ্যোতিরূপ ব্যানার্জীর পুত্র শুভদীপ সম্প্রতি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বন্ধুদের নিয়ে ব্লক মোড়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছিল। ঐ অবস্থায় মোবাইল পুলিশ ওদের তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। ওদের বিরুদ্ধে কোর্টে ৪০৯ ও ২৯০ ধারায় পি.আর. (শেষ পাতায়)

সিপিএম এবং কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের কংগ্রেস সদস্য উত্তম দাসের নেতৃত্বে ১৫০ জন কংগ্রেসী এবং ঐ অঞ্চলের সিপিএম সদস্য অচিন্ত্য ঘোষের নেতৃত্বে ৫০ জন তৃণমূলে যোগ দেন। এছাড়া জোতকমল পঞ্চায়েতের সিপিএম প্রধানের একান্ত অনুগত আমিরুল সেখ ও মানিক সেখের নেতৃত্বে প্রায় ১৫০ জন সিপিএম সমর্থক তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূল নেতা মহঃ সেখ ফুরকান, তাঞ্জিলুর রহমান, জাকির হোসেনের উপস্থিতিতে গত ১০ জুলাই জোতকমলে এক অনুষ্ঠানে নবাগতদের স্বাগত জানানো হয়।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান

গৌতম মনিয়া

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা শ্রাবণ বুধবার, ১৪১৮

পরিনাম অশুভ

মুর্শিদাবাদ জেলার সীমান্ত এলাকা বেসামাল অবস্থায় পড়িয়া আছে। লালগোলা সীমান্ত এলাকায় প্রায় ২০০ কিলোমিটার অরক্ষিত রহিয়াছে। সেখানে কাটা তারের কোন বেড়া পর্যন্ত নেই বলিয়া জানা যায়। ভারতে অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে জঙ্গিরা মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার ইন্দো-বাংলা সীমান্ত ব্যবহার করিতেছে বলিয়া কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর উদ্বিগ্ন। তথাপি সীমান্ত এলাকার ধুলিয়ান, নিমতিতা, অরঙ্গাবাদ, এদিকে মিঠিপুর, সম্মতিনগর, বরজংলা, লালগোলা প্রভৃতি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে নিত্যদিন বাংলাদেশীদের ভীড় লাগিয়া থাকে। সীমান্ত এলাকায় বি-এস-এফ-এর ক্যাম্প থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত দলে দলে ভারতে অনুপ্রবেশ কীভাবে চলিতেছে, এই প্রশ্ন শুধু সীমান্ত অঞ্চলের মানুষদের নহে ; সকলেরই।

আরও জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগ এই জেলার অনুমোদিত ও অননুমোদিত মাদ্রাসাগুলির উপর নজর রাখিতেছে এই ধারণায় যে, হয়ত সন্ত্রাসবাদীরা এই সব স্থানে থাকিয়া দেশবিরোধী কার্যে লিপ্ত হইতে পারে। এত তৎপরতার মধ্যেও ভিনদেশী মানুষ দলে দলে প্রতিবেশী রাষ্ট্র হইতে ভারতে প্রবেশ করিতেছে, রেশন কার্ড, ভোটের কার্ড বাগাইতেছে এবং আরও কত কী অপকর্মে লিপ্ত হইতেছে, তাহা সকলেরই জানা। ইহা অনস্বীকার্য নহে যে, দেশের মধ্যে অনেক মসজিদ উপাসনার পবিত্র স্থান হইলেও আজ জঙ্গীদের আশ্রয় -আস্তানায় পরিণত হইতেছে এবং সেই পবিত্র স্থল হইতে জঙ্গী তৎপরতা চালাইবার জন্য ইসলামবিরোধী কর্মে লিপ্ত হইতেছে। সারা ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জঙ্গীরা অনুপ্রবিষ্ট। থাকিয়া থাকিয়া এক একবারের হানায় সকলের অর্থাৎ প্রশাসক, নিরাপত্তাবিধায়ক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রভৃতির চমক ভাঙ্গে। কিন্তু কাজের কাজ কী হইতেছে ? গোয়েন্দা বিভাগ (কেন্দ্রের ও রাজ্যের) কী তৎপরতা দেখাইতেছে ? নিরাপত্তাকর্মীরা জনজীবন কতটা নিরাপদ করিতেছে ? জঙ্গী সন্ত্রাসবাদী-পাক আই এস আই এর মোকাবিলা কী ভাবে করা যায়, ভাবিতে হইবে। সীমান্ত সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা একান্ত প্রয়োজন ; নতুবা পরিণাম দিনের দিন অশুভ হইবে। মুম্বাই এর মত ঘটনা যে কোন শহরকে রক্তাক্ত করিতে পারে।

চিঠি পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

দ্বন্দ্ব নয় শান্তি চাই

অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা তাঁদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশকে মুক্ত করে সুস্থ ও নিরুপদ্রব জীবনযাপনের জন্য যে স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন, এত বছর পরেও আমরা সেই কষ্টার্জিত স্বাধীনতার যথোচিত সম্মান কতটা দিতে পেরেছি তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। রেষারেষি ও মারামারি থেকে আসা সমস্যায় সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। অসাধুতা ও দূর্নীতি ক্রমশই মাথা চারা দিচ্ছে। দিকে দিকে হত্যা মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করছে। মানুষ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নানা ভাবে নিগৃহীত মানুষ হিংসায় উন্মত্ত হয়ে উঠছে। এছাড়া ক্রমাগত জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের শিরঃ পীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই দুঃসময়ে সমাজকে বাঁচাতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার উর্ধে থেকে প্রত্যেককে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে হবে। অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার শপথ নিতে পারলেই সমাজে শান্তি ফিরে আসবে।

শান্তনু রায়, রঘুনাথগঞ্জ

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অবক্ষয়

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

একদল মানুষের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনযাপনের শ্বাস প্রশ্বাস ফেলার জায়গা শুধুমাত্র সমাজ নয়। ফ্ল্যাট বাড়ী তার প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ। এখানে সবাই বাস করে কিন্তু স্বার্থ ছাড়া কোন দায়বোধে বিশ্বাসী নয়। 'সমাজ' - শব্দটা ইতর শ্রেণী ছোট থেকে ক্ষুদ্র আকারে রূপ দিয়েছে। ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জিজ্ঞেস করুন এটা করতে পারবে ? 'সমাজে শুধাই' এটাই তাদের উত্তর হবে। অশিক্ষা বা প্রকৃত ধারণার অভাব 'সমাজ' শব্দটিকে এভাবে রূপ দিয়েছে। সমাজ মানে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন নয়, সামগ্রিক জীবনচেতনা বা জীবনবোধে বিশ্বাসী হওয়া। সমাজে বাস করব অথচ কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না বা কর্তব্য থাকবে না এটা কি হয়। অত্মিক অঙ্গীকার বা অলিখিত কর্তব্যবোধই হলো সামাজিক দায়বদ্ধতা। এ বোধে নৈতিক ভাবাবেগই মুখ্য চালক। 'Duty implies to right' - এ কথাও মেনে নিয়েছে সমাজতাত্ত্বিকরা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজ কাঠামো ছিল পূর্ণবিপ্লবী বা প্রতিবাদী ভিত্তির ওপর স্থাপিত। রেণেসাঁর ছোঁয়া বাংলাকে আকাশমুখী চেতনা দিয়েছিল। এটা বাস্তব। আমেরিকার বস্তিতেই জন্ম নিয়েছেন পৃথিবী বিখ্যাত সব মুষ্টিযোদ্ধা বা বক্সাররা। এর একটাই কারণ নিপীড়ন। বর্ণবিদ্বেষ, অত্যাচারিত মানুষগুলোর প্রতিবাদের ভাষা তৈরী করেছে। প্রকাশ কোথাও লেখনী, কোথাও বক্সিং, কোথাও বা নেতৃত্ব দেওয়ার মতো নেতার আত্মপ্রকাশ। উৎস কিন্তু সিস্টেমের বিরুদ্ধে জেহাদ। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার দিকে তাকালে দেখা যাবে শশীভূষণের মতো কলমচি থেকে শুরু করে গোড়া মিলিটারী পেটানো বাঘাযতীনের মতো বীরের জন্ম দিয়েছিল সে সময়। প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার পর তাকান বাংলায়। ৫০-৬০ এর দশকে এসেছিল দেশ গঠন, জাতীয়তাবোধের জোয়ার। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকারের আন্দোলন। কল্লোলের যুগে যাঁরা এলেন তাঁরা খেতে পেতেন না, ঘরভাড়া দিতে পারতেন না, অথচ প্রতিবাদী ছিলেন। 'সংস্কৃতি' তখনও 'প্রোডাক্ট' হয়নি। প্রতিবাদ তখনও আবেগহীন ফললাভের ক্যালকুলেটিভ সিঁড়িভাঙ্গা অঙ্ক হয়নি। ৬০ এর দশকে যাঁরা মার্ক্সীয় তত্ত্বকে এশিয়া মাইনরের ছাঁচে রূপ দিতে গেছিলেন তাঁদের তত্ত্বে বা process of application এ ভুল ছিল, কি ছিল না সে বিতর্কে যাচ্ছি না। কিন্তু কোন ধান্দাবাজ ছিল না। অনেক ভাল ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর হতে পারতেন তাঁরা, একে তাকে ধরে জ্ঞানপীঠ নিতে পারতেন। কিন্তু তা ছিল না তাদের মধ্যে। স্বার্থপরতা ও মৃত্যুভয় এড়িয়ে নীতিবিহীন, প্রতিবাদবিহীন আমি ও আমার টুকু দেখার প্রফেশনালিজমের শিক্ষা তাঁদের ছিল না। মহানগরী থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্য্যন্তও আজ মিডিয়া নির্ভর অসভ্যতা ও অসাধুতার শিকার। কোথাও কোন প্রতিবাদ নেই, প্রতিকার নেই, দৃষ্টান্ত নেই। কোন ধ্রুবক নেই অর্থাৎ আদর্শবান ব্যক্তিত্ব নেই যাকে দেখে সমুদ্রের নাবিকের মতো মানুষ পথ চলবে। হারাচ্ছে স্বকীয়তা। জাপান অত্যাধুনিক জীবনযাত্রার সমস্ত সরঞ্জামে পৃথিবীর বাজার ভরিয়ে তুলেছে। কিন্তু ছাড়েনি তাঁদের স্ববকীয়তা। প্যাগোডায় যাওয়া, ধ্যান পূজার্চনা, বৌদ্ধের উপাসনা ও দেশের নিজস্ব সৃষ্টাচার। সংস্কৃতি হল জড় যা বাদ গেলে আর কিছুই থাকে না। আমরা সেদিকেই দৌড়চ্ছি। বর্তমান বাঙালী প্রজন্মকে ধাবিত করা হচ্ছে আমি ও আমার বাইরে যেও না। ভাল মন্দ কিছু নেই। যেভাবে পারো ভোগের রসদ যোগাড় কর। কোন অসুবিধা যেন না হয়। প্রতিবাদ করে কি হয় দেখলে তো – ঝুড়ি ঝুড়ি উদাহরণ দেন এঁরাই। বলে দেন কোন্ পথে গেলে তোমার মেয়ের শ্লীলতা হানির বদলা নেওয়া যাবে। তাতে পাড়ার কুখ্যাত 'দাদার' সাহায্য নিতে লজ্জা নেই। সে নিয়ে গর্ব করতে এঁদের ক্ষাত্রবীর্যের প্রকাশ দেখে লজ্জা পারেন না। এইসব মধ্যপন্থীরাই মহানগর থেকে গ্রাম পর্য্যন্ত 'দাদা সংস্কৃতি' জিইয়ে রেখেছে। এরা প্রকৃত পক্ষে 'সামন্তপ্রভু'। এরাই অবক্ষয়ের পৃষ্ঠপোষক। সুবোধ সরকারের কবিতার মত বলতে ইচ্ছে করে। "মেয়েরা কিভাবে হাসবে, কি পরবে সেটা তাদের ব্যাপার।" এঁরাই সমাজ গেল গেল বলে চিৎকার করেন। দর্জির ফিতে হাতে পরের বউ মেয়ের যুক্তি দেখান। এই অভিভাবকদের সন্তানরা কি প্রতিবাদী হবেন ? অন্যের বিপদে এগিয়ে আসা সামাজিক কর্তব্যবোধের অঙ্গ মনে করবেন ? 'জেনারেশন ম্যাপ' সৃষ্টি করেছি 'আমি ও আমরা' আগলে রাখা আর সব মরগা নীতির-আমরাই। আপনি আচরি ধর্ম পরকে শেখাও। চল্লিশ পেরোনো পৌঢ়ের ভোগের আকাঙ্খা আটকাবে কে ? চায় ঝড়ো হাওয়া। যুবক, ছাত্রদের ক্যাপিটেশন ফি থেকে বেরিয়ে এসে নিজের মতো করে জগৎ গড়ার জেদ। তবেই হবে বিপ্লব। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিষ্টার তৈরী হচ্ছে অনেক। মানুষ তৈরী হচ্ছে কোথায় ?

আমরা যে শহরে বাস করি তার অধিকাংশ অধিবাসী চিকিৎসা পড়াশুনা ও নিরাপত্তার কারণে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে বসবাস করছেন। এদের অনেকেই প্রতিনিয়ত অন্যায়ের শিকার হচ্ছেন। বহুঘটনা মুখ বুজে সহ্য করছেন। সরল সমাধানের কোন উপায় নেই। এর কারণ কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব। অভাব সামাজিক দায়বদ্ধতার। অন্যের কতটা ভাল হলো সে খবরে ভুরু কুঁচকে সরে যাওয়ার থেকে তার অসুবিধা কেন হচ্ছে, এ ভাবনা যদি মাথায় রাখি, আমার (পরের পাতায়)

এক যে ভীষণ কাণ্ড

শিল্পমেধ মহাযজ্ঞ

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

আচার্য্য : ভক্তগণ স্থিরোভব। স্বয়ং ব্রহ্মা তোমাদের দ্রব্যাদি ভক্ষণার্থ অনাহুত হইয়া আগমন করিয়াছেন। হোতৃবর্গ মন্ত্র পাঠ কর। শিল্পোন্নতি ঋষি, দুরাশাছন্দো, আকাঙ্খা দেবতা, শিল্পমেধ মহাযজ্ঞে অগ্ন্যুৎপস্থানে বিনিয়োগ। ধ্বংসনামো অগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ।

ভক্তগণ : প্রভু ! আগুনে যে সব গেল।

আচার্য্য : বৎসগণ ! ছটফট করো না, এ যজ্ঞের যাবতীয় ফলই তোমাদের প্রাপ্য। অঞ্জলি বন্ধ ক'রে দণ্ডায়মান হও। হোতৃবর্গ ! উচ্চৈস্বরে বল 'এতানি বিভিন্ন দেশ জাতানী বিবিধানি বস্ত্রানি ওঁ ধ্বংস নামো অগ্নয়ে স্বাহা। এতানি চিত্রশিল্প জাতানি দ্রব্যানি ফটো পিক্চারানি অয়েলপেন্টাদিনী ওঁ ধ্বংস নামো অগ্নয়ে স্বাহা। 'সর্ব্বং পরিপূর্ণার্থে চাল ছাপ্পরানি সমেতানি ভক্তগণ উঁজি পুঁজি সমস্তানি দ্রব্যানি ওঁ ধ্বংস নামো অগ্নয়ে স্বাহা।

ভক্তগণ : আমাদের কি হবে ? আমাদের বলতে কি থাক্‌লো ?

আচার্য্য : থাক্‌লো – এই মহাস্মৃতি, আর এই যজ্ঞের ফলে চির দারিদ্র, আর আজীবন হা হুতাশ। তাই ব'লে চিন্তিত হইও না। যজ্ঞের পর তোমাদের শান্তিজল ও তিলকের ব্যবস্থা করিতেছি। ভক্তগণ ! আবার নবোদ্যমে করযোড়ে দণ্ডায়মান হও। সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলী ভক্তগণের শান্তি ও তিলকের ব্যবস্থা কর।

পণ্ডিতগণ : (সমন্বয়ে) ওঁ শান্তি, ওঁ আপদে শান্তি, ওঁ আকাঙ্খা শান্তি, ওঁ ব্যবসায় শান্তি, ওঁ সর্ব্বৈব শান্তি। পার্থিব অর্থলিপ্সা শান্তি, ছটফটানি শান্তি।

ভক্তগণ : প্রভু ! শান্তিজল ছিটালেন বটে কিন্তু শান্তি তো হলো না। আমাদের অন্তরাত্মা যে কেবল অশান্তিই অনুভব করছে !

আচার্য্য : ভ্রান্ত মানবগণ ! ঐহিকের সুখ সুখই নয় – জানিও, অর্থ কিছুই নয়, পরমার্থ লাভ করিতে হইলে ষড়রিপুকে বশ করা চাই। আকাঙ্খা দমন করা চাই। তবে ত সিদ্ধিলাভ হইবে। এই যে যজ্ঞ, এটি হচ্ছে তোমাদের ঐহিকের সুখ নষ্ট করিয়া পারলৌকিক অনন্ত সুখের ব্যবস্থার জন্য। পার্থিব দ্রব্যে মায়া মমতা থাকিলে অনিত্য বস্তুতে আকর্ষণ থাকার দরুণ জীবের পূণর্জন্ম হয়। তোমাদের এই পুনর্জন্মরূপ কষ্ট দূরীকরণের জন্যই এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান। এক্ষণে এই ভস্মের তিলক করিয়া কেবল দিবারাত্রি ওঁ ফট্ ওঁ ফট এই মন্ত্র জপ কর। তোমরা ফট্ মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া অচিরে ফট্ হইবে।

ভক্তগণ :

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু
হায় ! তাই ভাবি মনে।
আসিয়া লাভের তরে মূলে হারাইনু,
জীবনের কষ্টার্জ্জিত সঞ্চিত সকল,
হারাইনু হুতাশন মুখে একেবারে।
নিবিল আগুন, কিন্তু মনের আগুন
জ্বলিতেছে দশগুণ জিবা বিস্তারিয়া।

(প্রকাশকাল : ১৩২৯)

সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অবক্ষয়

(২য় পাতার পর)

অসুবিধার সময় তিনিও এগিয়ে আসবেন। আসতে বাধ্য হবেন। জোয়ারে জল যেদিকে যায় গঙ্গায় দেওয়া ফলও সেদিকে যায়। ভাল কাজের ফল ফলে। এরজন্য চায় সংস্কৃতিমনস্ক হওয়া। এম.এ. পাস করে মা বাবাকে খেতে না দেওয়ার শিক্ষার থেকে উচ্চ মাধ্যমিকের মাতৃভক্তি গ্রহণযোগ্য। চাই পরিবারে সংস্কৃতি, চাই পাড়ায়, চাই ক্লাবে, বিদ্যালয়ে সর্বত্র। হিন্দি গান বাজানো বা মেয়েকে স্টেজে তুলে কবিতা আউড়ে পরের বাড়ীর ছুটি গাছের ডাল ভাঙ্গার সংস্কৃতির কথা বলছি না। বলছি ভালো পড়তে, ভালো ভাবতে, ভালো ব্যবহার শিখতে। একে অপরকে দেখলেই পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত দেখে নিয়ে হীনমন্যতা বোধ করা থেকে বেরিয়ে আসতে। তবেই সবাই মিলে এক জায়গায় দাঁড়ানো যাবে অন্যায়ের প্রতিবাদে। নচেৎ আগামী দিনে এই কংক্রিটের জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর সামনে একা হয়ে যাবে।

SEA GREENAGE GROUP OF COMPANIES

☞ SEA GREENAGE VALLEY PROJECT LTD.

☞ SEA GREENAGE BUILDCON (P.) LTD.

☞ SEA GREENAGE TOURS (P.) LTD.

☞ SEA GREENAGE BROADCASTING (P.) LTD.

☞ SAMPARK WELFARE TRUST

Regg. Off - Bijayram, Burdwan, West Bengal - 742189
Corp. Off - Green, Nimtala, Baharampur, West Bengal-742189
Mobile-9232659933 / 9153563471
E-mail - barjahan33@gmail.com
website-www.seagreeage.com www.greeagebuildcon.com

ছাত্র পরিষদের ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৪ জুলাই জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ও ১৫ জুলাই জঙ্গীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে জঙ্গীপুর টাউন ছাত্র পরিষদ্ সভাপতি সৌরভ চ্যাটার্জ্জীর নেতৃত্বে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ডেপুটেশনের উল্লেখযোগ্য দাবীগুলি হ'ল – পঞ্চম থেকে দশম সকল ছাত্রকে বিনা মূল্যে কম্পিউটার শিক্ষা দিতে হবে, পঞ্চম-অষ্টম সমস্ত শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক প্রতি বছর পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকতে হবে, ছাত্রছাত্রীদের উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, সঠিক সময় – এ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে আসতে হবে ইত্যাদি। অন্যদিকে জঙ্গীপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকার কাছে যে দাবীসমূহ পেশ করা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিক্ষিকাদের মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ বন্ধ করতে হ'বে, শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে, বিনা টেণ্ডারে উন্নয়নমূলক কাজ করা চলবে না ইত্যাদি। ঐ দিন জেলা ছাত্র পরিষদের জি.এস. পলাশ সাহা উপস্থিত ছিলেন।

রঘুনাথগঞ্জ বাস টার্মিনাসের দুর্দশা পুরসভাকে (১ম পাতার পর)

বাকী কাজের জন্য টাকার অপেক্ষায় থাকতে হবে। প্রশ্ন – বাস টার্মিনাস উদ্বোধনের দীর্ঘ বছরের মধ্যে ওখানে সংস্কারে হাত পড়ে নি কেন ? উত্তর – ঐ সময় আমি পুরসভার কোন ? উত্তর ঐ সময় আমি পুরসভায় আসিনি, কেন ওখানে হাত পড়েনি জানি না। প্রশ্ন – ওখানে প্রতিদিন ১৫০ মত বাস ঢোকে। বাস পিছু পুরসভা ৭.০০ টাকা আদায় করে। মাসে ২৪,০০০ টাকা। এর উত্তরে চেয়ারম্যান বলেন – আমরা ওখানকার পুরো দায়িত্ব মুর্শিদাবাদ বাস মালিক সমিতিকে দিয়েছি। ওরা ২০,০০০ টাকা মতো মাসে জমা দেয়। তাঁকে প্রশ্ন করা হয় – পায়খানা প্রস্রাবাগারের জন্য প্রতি বছর ডাক হয় ? কত টাকা আসে ? উত্তর – লোকসভা নির্বাচনের জন্য ঐ ডাক তিন মাস পিছিয়ে গেছে। ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা মতো গত বছর ডাক ছিল। এবার ৫% বেশী দিলে যারা দায়িত্বে আছে ওদেরই দেয়া হবে। বোর্ড অব কাউন্সিলারদের সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বাস টার্মিনাসের মেঝের ইট উঠে গিয়ে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে বা নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়া, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, পানীয় জল ও লাইটের অভাব সব কিছু তিনি স্বীকার করে নেন এবং শহরে ঢোকার মুখে বাস টার্মিনাসের দুর্দশা পুরসভার ভাবমূর্তি খর্ব করছে সে কথাও চেয়ারম্যান স্বীকার করেন। ম্যাকেঞ্জি পার্কে ষ্টেডিয়াম নির্মাণের কাজের অগ্রগতির কথা তুললে মোজাহারুল জানান – টাকা সংগ্রহ না হলে কাজ চালু করা যাচ্ছে না। স্থানীয় সাংসদ ও বিধায়কের কোটা থেকে, পুরমন্ত্রীর ফাণ্ড থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য আবেদন জানানো হবে। আগে প্রত্যেকটা সূত্র থেকেই সাহায্য পাওয়া গেছে। ফুলতলা সুপার মারকেট কমপ্লেক্স প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে চেয়ারম্যান জানান ওখানে পাঁচতলা পর্যন্ত নির্মাণের ছাড়পত্র আছে। সয়েল টেষ্ট থেকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডের যাবতীয় কাজ শেষ। চারি ধারে বিল্ডিং এর পিলারও তোলা হয়েছে। ওখানকার কাজের গতিও ঠিক আছে। পুর এলাকার উন্নয়নমূলক কাজ, সম্বন্ধে চেয়ারম্যান জানান – ৬ এবং ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আণ্ডার গ্রাউণ্ড জল নিকাশী ব্যবস্থার একটা বড় কাজ প্রায় শেষের মুখে। ৫, ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের পরিত্যক্ত জল ছোটকালিয়ার হরিতকিতলায় ফেলা হচ্ছে। চেয়ারম্যানকে প্রশ্ন করা হয় – ঐ নোংরা জল শেষে গিয়ে তো ভাগীরথী নদীতে পড়বে ? তিনি জানান – খুব বেশী বৃষ্টি হলে পড়ার সম্ভাবনা আছে, না হলে ঐ এলাকায় জমে থাকবে।

লুটেপুটে খাওয়ার রাজনীতিতে ধ্বংসের মুখে (১ম পাতার পর)

মেটাতে বিভিন্ন কোম্পানীর প্রচুর পরিমাণ সার মজুত থাকতো। আজ ওখানে তেমন কিছু মেলে না। কয়েক বছর আগে সমিতি ওখানে কোল্ড ষ্টোর চালু করে। উদ্বোধনের দিন অবৈধভাবে বিদ্যুৎ নেয়ার অভিযোগ, বিদ্যুৎ দপ্তরকে অনেক টাকা গুণাগারও দিতে হয়। এরপর অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে কোল্ড ষ্টোর চালানোর জন্য প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি নষ্ট হয়ে যায়। এর জন্য পার্টিকে অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। এরফলে আয়-ব্যয়ের সমতা রক্ষা দায় হয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কমিটি সদস্যদের অবাধ লুটমারি। যার ফলে একটা সবল সংস্থা রুগ্ন আকার নেয়। সংস্থার ম্যানেজার রফিকুল ইসলাম সদস্যদের দুর্নীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। তাকে সাসপেণ্ড করা হয়। অথচ যারা প্রকৃত অপরাধী তারা দলের প্রভাবে আজও সৎ। সমিতির ম্যানেজার পরে আবার কাজে যোগ দিয়েছেন।

বিক্রী আছে

রঘুনাথগঞ্জ বাজারে ভোম্বল পণ্ডিতের বাড়ী লাগোয়া ১.২৫ শতক (৫৫৫ স্কোয়ার ফুট) জায়গার মধ্যে একতলায় তিনটি বড় ও দুটি ছোট ভাড়াসহ দোকান ঘর, স্যানিটারী চেম্বার, জলের পাম্পের লাইন, ঢাকা সিঁড়ি, ১৬ এম.এম. রডে পিলার দিয়ে চারতলার ফাউণ্ডেশন, পূর্ব পশ্চিম খোলা। ৮৪৩৬৩৩০৯০৭ (সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮ টা)।

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই শ্রাবণের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।
নিউ কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

ড্রাগ আসক্ত শুভদীপ আবার পুলিশ হেফাজতে (১ম পাতার পর)

পাঠায় হয় এর আগেও মারধোরের অভিযোগে পুলিশ শুভদীপকে গ্রেপ্তার করে। রাজনৈতিক প্রভাবে ঐ সময় ঘটনাটা চাপা দেয়া হয়। পুলিশ জানায় শুভদীপ সব ধরনের ড্রাগ সেবনে অভ্যস্ত। তাই তার সংশোধন ব্যতীত এই ধরনের হুজ্জৎ বন্ধ হবে না।

জঙ্গিপুরের দিকে বিশেষ নজর আছে মমতার (১ম পাতার পর)

জেলার প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেছেন বলে সেখ মহঃ ফুরকান তাঁর বক্তব্যে জানান। তিনি আরো জানান – জোটসঙ্গী কংগ্রেসের উগ্র বিরোধীতা বুঝিয়ে দিচ্ছে সাহায্য করা দূরের কথা সিপিএমের মতোই এক ইঞ্চি মাটিও ছাড়বে না ওরা এ জেলায়। মমতাও তা জানেন। সভায় লিগ্যাল সেলের দেবাশীষ রায়, আবদুস সাদেক, আকিমুদ্দিন বিশ্বাসসহ বহরমপুর ও কান্দী বারের বেশ কয়েকজন আইনজীবীও বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন তৃণমূলের জঙ্গীপুরের টাউন সভাপতি গৌতম রুদ্র।

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার
রঘুনাথগঞ্জ, হরিদাসনগর, কোর্ট মোড়, মুর্শিদাবাদ
(আকর্ষণীয় জ্যোতিষ বিভাগ)
আসল গ্রহরত্ন ও উপরত্নের সম্ভারে সুদক্ষ কারিগড় কর্তৃক সোনার গহনা তৈরীর বিশ্বস্ততায়, আধুনিক ডিজাইনের রুচিসম্পন্ন গহনা তৈরীর বৈশিষ্ট্যতায় এবং বিক্রয়োত্তর পরিষেবায় আমরা অনন্য। এছাড়াও আছে "স্বর্ণালী পার্লসের" মুক্তোর গহনা।
: জ্যোতিষ বিভাগে :
অধ্যাপক শ্রী গৌরমোহন শাস্ত্রী (কলকাতা) (ভাগ্যফল পত্রিকার নিয়মিত লেখক) প্রতি ইং মাসের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শনি ও রবিবার।
শ্রী এস. রায় (কলকাতা) প্রতি ইং মাসের ১ ও ২ তারিখ।
(অগ্রিম বুকিং করুন)
Mob.- 9475195960 / 9475948686 / 9800889088
PH.: 03483-266345

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।